The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পণ্ডিতমশাই উপন্যাসের নিরিখে তৎকালীন বাংলার গ্রাম্যজীবনের সংকীর্ণতা ও পশ্চাদপদ দূর্দশার চিত্র

Saikat Pal
Former Student, Dept. of BengaliNetaji Subhas Open University
West Bengal, India. Email: saikat94pal@gmail.com

Abstract:

গবেষণাপত্র রচনা হল গবেষণা-যোগাযোগের (Research Communication) একটি লেখ্যরূপ। চিঠিপত্র-স্মৃতিকথা, রিপোর্ট, প্রবন্ধ, সংবাদপত্রের আর্টিকেল, গ্রন্থ ইত্যাদির মত গবেষণাপত্র রচনারও কিছু নির্ধারিত লক্ষ্য আছে৷ শুধু তাই নয়, এগুলি পাঠ বা চর্চার ক্ষেত্রটিও প্রধানত বিদ্যায়তনিক। গবেষণা পত্রের মধ্য দিয়ে গবেষকের ধারণা ও চর্চার ক্ষেত্রগুলি পরিষ্কার ও স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হওয়া জরুরি। শুধুমাত্র তথ্যসংগ্রহ, তার প্রক্রিয়াকরণ, নোট নেওয়া বা গৌণ উপাদান সংগ্রহ করলেই তা ভাল গবেষণার জন্য যথেষ্ট হয় না। তার সঙ্গে প্রয়োজন প্রাপ্ত তথ্য ও উপকরণের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ একজন গবেষক করেন তাঁর নিজস্ব বিচার পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিগুলি অনুযায়ী তাকে এগোতে হয়৷ গবেষণাপত্র রচনার সময় সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ধারণা ও প্রকরণগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। গৌণ গবেষণার মূল হল উক্ত বিষয়ে কী কী কাজ ইতিপূর্বে হয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নিপুণ তুলিচালনায় গ্রাম-বাংলার আপাত-বিবর্ণ সমাজপটের মধ্যে জাতবৈষ্ণব সমাজের অভ্যন্তরীণ গার্হস্থ্য ও সমাজবন্ধন এবং বিচ্ছেদের চিত্রের সঙ্গে আবেষ্টনীর বর্ণব্রাহ্মণ্য কুলীন সমাজের সঙ্গে এদের সংলগ্নতা ও বিযুক্তির সংশ্লেষের সারসজ্যাকে তুলে ধরেছেন। তাতে হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে এই জাতবৈষ্ণবদের কয়েক প্রজন্ম বাহিত সামাজিক ভেদ-বিভেদের সম্প্রসারিত উত্তাপের ছোঁয়া পাওয়া যায়। এই তীব্র বিদ্বিষ্ট সমাজ প্রভুদের সঙ্গে গ্রামজীবনে সহাবস্থান করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হয়েছে বোষ্টমদের।

পৈতৃক ভদ্রাসন, চাষজমি, পুকুর, চণ্ডীমণ্ডপ ও নিজস্ব পাঠশালার মতো সম্পন্নতা নিয়েও রাঢ় বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামোর গ্রামসমাজে শিক্ষিত মানুষ বৃন্দাবনের ন্যূনতম মানুষের মর্যাদাও বারে বারে লাঞ্ছিত হয়েছে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সমাজ প্রভুদের দ্বারা, এর একমাত্র কারণ বৃন্দাবন জাতি পরিচয়ে 'বোষ্টম্' বা 'জাতবৈষ্ণব'৷ এই বাস্তবতার মাত্রান্তর ঘটলেও শতবর্ষ পার করেও এই সমাজব্যাধির স্থিতির মূল যে শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লবে পূর্ণ সজীব তাতে কোন সন্দেহ নেই। মা ও ছেলের মৃত্যুর পর জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও নিঃস্ব বৃন্দাবন 'ভিক্ষের ঝুলি' নিয়ে অনির্দেশ্য জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে সহজাত জাতবৈষ্ণব জীবনদর্শনের প্রেরণায়৷

Keywords: ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী, গৃহিজাতবৈষ্ণব, কৌলিন্য, সমাজশৃঙ্খল, পরাশ্রিত, গলগ্রহ

ভূমিকা:

উপন্যাস হল আখ্যানমূলক কল্পকাহিনি বা উপাখ্যানের তুলনামূলকভাবে বর্ধিত একটি রচনা যেখানে লেখক তাঁর জীবনদর্শনকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে চিত্রায়ণ করেন, যা সাধারণত গদ্যে লেখা হয় এবং একটি বই হিসেবে প্রকাশিত হয়।

'উপন্যাস' একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ "সুবিন্যস্ত", এর ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হচ্ছে উপ+নি+অস্+অ, যেখানে 'উপ' বিশেষ অর্থে উপসর্গের সঙ্গে ন্যাস ("বিন্যাস") শব্দটি যুক্ত হয়েছে। কানাডীয় গবেষক "মার্গারেট ডুডির মতে", উপন্যাসের প্রায় দুই হাজার বছরের একটি চলমান ও বিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে, যার উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীক ও রোমান উপন্যাসে ও মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় প্রেমময় বীরগাথা এবং ইতালীয় রেনেসাঁ যুগের উপন্যাসিকার ঐতিহ্য থেকে। কাজেই উপন্যাস আধুনিক কালের সাহিত্য হওয়ার ধারণাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের প্লটের মূল গিট রেখে দেওয়া হয়েছে ১ম পরিচ্ছেদে কুসুমের কণ্ঠিবদলের বর্ণনায় অস্পষ্টতা রেখে। পরে এটাই আখ্যানের গ্রন্থিমোচনের কাজ করেছে একেবারে শেষে কুঞ্জুর বৌ "ব্রজেশ্বরীর দ্বারা" ও "নন্দ কুসুমকে" তার অতীত জীবনের সত্য জ্ঞাপনের দ্বারা।

উপন্যাসের প্লটের ২য় বৈশিষ্ট্য হল লেখকের রাঢ় বাংলার বর্ণ হিন্দু শাসিত গ্রাম-কাঠামোর মধ্যেই 'বোষ্টম্' সমাজ নামে একটা উপসমাজ নির্মাণ। বস্তুত এ নির্মাণ নয়, ঔপন্যাসিকের সাহস। তিনি হিন্দু-বাঙালির কাছে তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রাপ্ত জাতবৈষ্ণব সমাজের দুটি পরিবারের সম্পর্ককে উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য করেছেন। একদিকে এই বোষ্টমদের পৃথক জীবনাচার, অন্যদিকে বর্ণব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকায় সেই সব সমাজের মূল ভাবনার দ্বারা পরিচালিত উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন বা নায়িকা কুসুম। মেলামেশা বা সম্বন্ধ তৈরির ক্ষেত্রে এই জাতবৈষ্ণবদের রীতিবিধি হিন্দুদের মতো নয়। ১১ বছর আগে পরিত্যাগ করা বৌ কে, দ্বিতীয় বৌয়ের সন্তান রেখে মরার পর ঘরে আনার উদ্যোগ হিন্দু সমাজে প্রায় অসম্ভব অলীক, অথচ "পণ্ডিতমশাই" এর প্লট এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

বর্ণশ্রেষ্ঠতার অভিমানি শ্রেণির জীবন যেখানে ছিল কৌলিন্য প্রথার ব্যভিচার, অজাচারের ক্লেদে পঙ্কিল—সেখানে প্রায় একই ভৌগোলিক পরিমন্ডলে বৃন্দাবন, কুসুমদের বোষ্টম সমাজের নারী পুরুষের সম্পর্কের বিন্যাস খুব একটা অনুন্নত বা সেকেলে বলে মনে হয় না। তৎকালীন সমাজের এইরূপ দিক তুলে ধরা এই গবেষণাপত্রের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

উনিশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে নারী কতটা পরাশ্রিত, অসহায় ও গলগ্রহ হয়ে প্রাণধারণ করত; এইরূপ বিষয় পাঠকের সামনে মেলে ধরা এই গবেষণাপত্রের অপর এক উদ্দেশ্য।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সমাজে যে দুই মানবসত্তার সম্পর্ক সবথেকে স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীলতায় সূক্ষ্ম তা হল নারী ও পুরুষের সম্পর্ক। 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিবর্তন কীভাবে বৃন্দাবন ও কুসুমকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়েছে, সেই বিষয় বিশ্লেষণ করা এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

উপন্যাসে শরৎচন্দ্র কীভাবে উপন্যাস ভাষায় প্রাঞ্জলতার সঙ্গে সচেতন রূপকর্ম নির্মাণের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন; কীভাবে তিনি একটি গ্রাম্য জীবনের কথা ষোল আনা পরিমার্জিত ও সুশিল নাগরিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন, এই বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা এই গবেষণাপত্রের অপর এক উদ্দেশ্য।

উপন্যাস হিসেবে 'পণ্ডিতমশাই' পাঠক হৃদয়ে কতটা সম্মোহনী মোহ বিস্তার করেছে এবং উপন্যাসের ভাষা কতটা অকৃত্রিম ও হৃদয়গ্রাহী এবং বৈদগ্ধের দুর্মর আভিজাত্য বা অলংকারের নিবিড় প্রলেপ না মেখেই শরৎ রচনাবলী কেন সর্বাপেক্ষা পরিচিত, সুখপাঠ্য ও জনপ্রিয় তা বিশ্লেষণ করা এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা হল জ্ঞানের মজুদ বাড়ানোর জন্য করা সৃজনশীল এবং পদ্ধতিগত একটি কাজ। গবেষণায় একটি বিষয়কে বোঝার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ, সংগঠন এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এতে পক্ষপাত এবং ত্রুটির উৎস নিয়ন্ত্রন করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল, বাস্তবিক কোন সমস্যার সমাধান করা। গবেষণা একটি ধারাবাহিক কার্যপ্রক্রিয়া যা নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। একটি গবেষণা প্রকল্প অতীতে সম্পন্ন কোন কাজের সম্প্রসারণ হতে পারে। গবেষণায় কোন যন্ত্র, পদ্ধতি বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈধতা যাচাই করার জন্য পূর্বের প্রকল্পের উপাদান বা সমগ্র প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি করা যায় ।

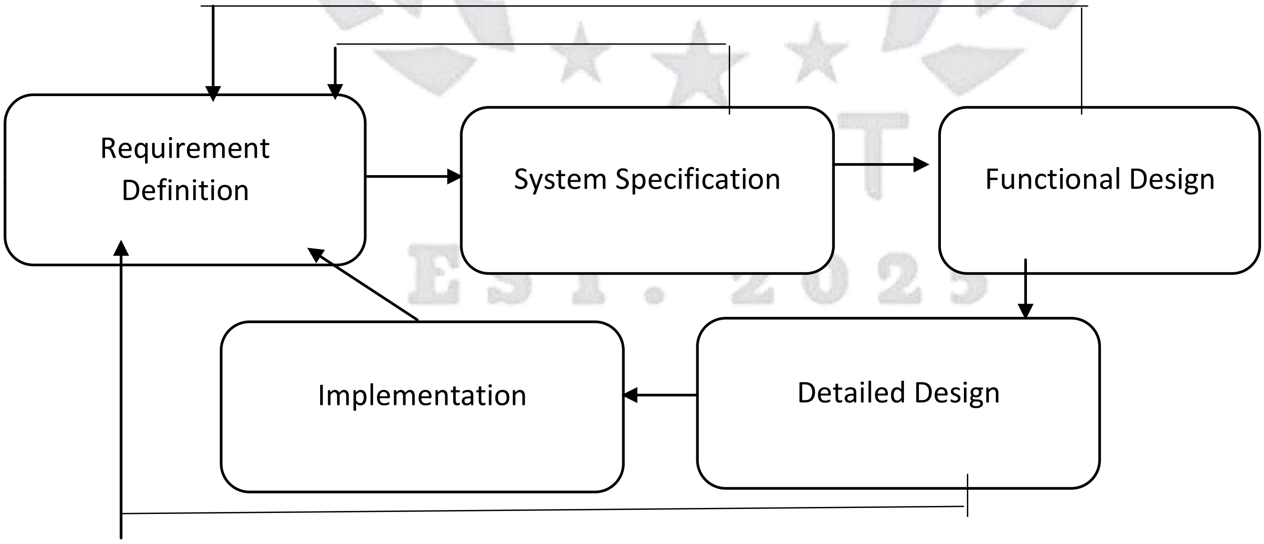

প্রয়োগিত গবেষণার বিপরীতে মৌলিক গবেষণার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, মানব জ্ঞানের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি দস্তাবেজিকরণ, আবিষ্কার, ব্যাখ্যা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)। গবেষণার পদ্ধতিগুলো জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে মানববিদ্যা ও বিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গবেষণা অনুশীলনের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নকে "মেটা-গবেষণা (Meta Research)" বলে।

গবেষণা সাধারণত Sand clock মডেল কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই মডেল কাঠামো অনুসারে গবেষণা শুরু হয় একটি বিস্তৃত কাঠামোকে কেন্দ্র করে যেখানে নির্দিষ্ট প্রজেক্ট বা উদ্দেশ্যের আওতায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল উপস্থাপন এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা সন্নিবেশিত করা হয়। গবেষণার প্রধান ধাপসমূহ:

1. গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ
2. প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও তথ্য পর্যালোচনা
3. গবেষণার সমস্যা নির্দিষ্টকরণ
4. অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও গবেষণার প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ
5. তথ্য সংগ্রহ
6. তথ্য বিশ্লেষণ ও বর্ণনাকরণ
7. প্রতিবেদন তৈরি

"MLA Handbook for Writers of Research Paper" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—

"Selecting an appropriate topic is seldom a simple matter. Even after you discover a subject that attracts your interest, you may well find yourself revising your choice, modifying your approach or changing topics altogether after you have begun research."

উপন্যাস পরিচয়:

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটি তৎকালীন গ্রামীণ হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহের নির্মম পরিণতি এবং মানুষের মহৎ মানবিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে রচিত। সমাজ ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে ত্যাগের মাধ্যমে ভালোবাসাকে জয় করার এক অনবদ্য আখ্যান এটি। উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র কুসুমের মাত্র ৫ বছর বয়সে বৃন্দাবনের সাথে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বড়দের তুচ্ছ ঝামেলার কারণে তাকে পতিগৃহ ছাড়তে হয়। যা বাল্যবিবাহের নির্মম বাস্তবতাকে তুলে ধরে। অল্প বয়সেই কুসুমের জীবনে বৈধব্য নেমে আসে। তৎকালীন সমাজে বিধবাদের প্রতি সামাজিক নিষ্ঠুরতা ও বঞ্চনার শিকার হতে হয় তাকে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র বৃন্দাবন অধিকারী। তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন সাধারণ মানুষ, যিনি গ্রামের দরিদ্র ও নিচু শ্রেণির শিশুদের শিক্ষার জন্য নিজের খরচে একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। এই মহৎ কাজের জন্যই তাকে সবাই ভালোবেসে "পণ্ডিতমশাই" বলে ডাকতেন। সামাজিক নানা বাধা ও কলঙ্কের মধ্যেও বৃন্দাবন ও কুসুমের মনের গভীরে এক অকৃত্রিম প্রেম ও শ্রদ্ধা বেঁচে থাকে। সমাজ কী বলবে তা না ভেবে বৃন্দাবন সারা জীবন কুসুমের অভিভাবক ও রক্ষাকর্তা হিসেবে তার পাশে দাঁড়ান, যা তাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রতীক। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র পণ্ডিতমশাই একজন অত্যন্ত সরল, আদর্শবাদী ও নীতিপরায়ণ মানুষ। তাঁর স্ত্রী কুসুম চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুসুমের অতীত জীবনের কিছু কলঙ্ক থাকলেও তাঁর

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ত্যাগের মনোভাব, সততা এবং স্বামীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম পুরো উপন্যাসকে এক ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তৎকালীন পল্লিসমাজের রক্ষনশীলতা এবং ব্যক্তিমানুষের মানবিক অনুভূতির দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। সমাজপতিদের নির্মম বিচার এবং কুসংস্কার কীভাবে একটি ভালো পরিবারকে ধ্বংস করতে চায়, তা শরৎচন্দ্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসে বৃন্দাবন এবং কুসুম দুজনেই এক জাতবৈষ্ণব সমাজের গৃহী অনুগামী পরিবারে প্রতিপালিত। উপন্যাসের সূচনা অনুচ্ছেদেই আখ্যানের এই সমাজপট পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এই বর্ণনায়: **"কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমের বাল্য ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, তখন সে সব কথা মনে পড়িলে, সে লজ্জায়, দুঃখে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকে।"**[7]

কলেরার মহামারিতে বৃন্দাবনের মা মারা যাবার পর কয়েক দিনের ব্যবধানে ছেলে চরণও কলেরায় আক্রান্ত হলে ব্রাহ্মণ্য-কুলীনদের সমাজ-শাসণের স্বরূপ ফুটে বেরোয়। তারিণীর ভাগ্নে হাতুড়ে ডাক্তার গোপাল চরণকে দেখতে যেতে অস্বীকার করলে জাতগঞ্জনা দেয় বৃন্দাবনকে। বলে— **"মনে ছিল না যে, তারিণী মুখুজ্যে এই ডাক্তার বাবুরই মামা? নীচু জাত হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান!"**[1] তারিণীর পায়ে ধরতে যায় বৃন্দাবন, লাথি মেরে পা ছাড়িয়ে দেয় তারিণী। পাশের বাড়ি থেকে খড়ম পায়ে খটমট করে বেরিয়ে এসে সব শুনে খুশি মনে ঘোষাল বলে—**"শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। নীচু জাতকে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়।"**[1] এইরূপ ঘটনা গতির প্রবাহ ধারায় উপন্যাস এগিয়ে যেতে থাকে।

লেখক পরিচিতি:

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় ও কালজয়ী সাহিত্যিক। তাঁর লেখনীতে গ্রাম বাংলার সমাজচিত্র, মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং নিপীড়িত নারীদের অধিকার অত্যন্ত দরদের সঙ্গে ফুটে উঠেছে। ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। জীবিকার সন্ধানে তিনি প্রথমে বিহারের বনলি স্টেটে কাজ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি রেঙ্গুনে যান এবং সেখানে সরকারি অফিসে ও পরে বার্মা রেলওয়ের অ্যাকাউন্টস বিভাগে চাকরি করেন। দীর্ঘ ১৩ বছর রেঙ্গুনে কাটানোর পর ১৯১৬ সালে তিনি পাকাপাকিভাবে সাহিত্যচর্চার জন্য বাংলায় ফিরে আসেন। তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু ছিল পল্লী জীবন, সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের আবেগ-সংঘাত। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'পরিণীতা', 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ', 'শেষের পরিচয়' ইত্যাদি উপন্যাস। সমকালীন সমাজের কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর উপন্যাসগুলো ছিল একধরণের সামাজিক বিদ্রোহ। তিনি নারীদের মর্যাদা ও তাদের বঞ্চনার দিকটি অত্যন্ত সহানুভূতিশীলভাবে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সাহিত্য শুধুমাত্র বাংলাতেই নয়, সমগ্র ভারত ও বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের রচনা ভারতীয় চলচ্চিত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তাঁর লেখা "দেবদাস" উপন্যাসটি ভারতীয় সিনেমায় বহুবার বিভিন্ন ভাষায় (হিন্দি, বাংলা, তেলুগু ইত্যাদি) রূপান্তরিত হয়েছে। এ ছাড়া "পরিণীতা" ও "দত্তা"-র মত উপন্যাসগুলোও জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের রূপ পেয়েছে।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি এই মহান সাহিত্যিক কলকাতায় ৬১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তৎকালীন বাংলার গ্রাম্যজীবনের সংকীর্ণতা ও পশ্চাদপদ দুর্দশার চিত্র:

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের আখ্যানে দেখা যায় বৃন্দাবন অধিকারী গৃহীজাতবৈষ্ণব সমাজে প্রতিপালিত সম্পন্ন চাষী হয়েও নিজে ক্ষুদ্র শিক্ষা ও সম্পন্ন সামর্থ্য নিয়ে স্ব-গ্রামের পরিবেষ্টনীর গরিব মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রাণান্তিক ব্যাধিপীড়িত জীবনের গ্লানি যথাসম্ভব হ্রাস করার সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস করে গ্রামের অজ্ঞানতা আচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী সমাজ প্রভুদের তামসিক ঘৃণামিশ্রিত প্রতিরোধী মানসিকতার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। নৈমিত্তিক কলেরার দুর্বিপাকে বৃন্দাবনের মা ও ছেলে চরণের মৃত্যু তার জীবনাদর্শের ব্যর্থতাকে আরও করুণ করে তোলে। যে গ্রামে স্নান, রোগীর কাপড় কাঁচা আর খাওয়ার জল একই পুকুর থেকে ব্যবহার করা হয়, সেখানে ব্রাহ্মণ তারিণী মুখুজ্যের ছোটছেলের মৃতের কাপড়-চোপড় তার পুকুরে কাচছিল বামুন বাড়ির বৌ। তখন বৃন্দাবন তাকে নিষেধ করলে তার প্রতিক্রিয়ায় তারিণী এই নিষেধকে ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্পন্ন বোষ্টমের ঔদ্ধত্য প্রতিপন্ন করে বলে—

"নীচু জাত হয়ে তোর এতবড় মুখ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে?"[2]

এই বর্ণনার মধ্য দিয়েই বাংলার গ্রামসমাজের জীর্ণ সমাজশৃঙ্খলার স্বরূপটা প্রকাশিত হয়ে যায়।

এই গ্রামে বস্তুত আবহমান বঙ্গীয় গ্রামচিত্র। উপন্যাসের বর্ণনায় পাই—

"প্রতি বছর এই সময়টায় (দোলের পর) ওলাওঠা হাজির হয়, এ বছর এই প্রথম।"[2] গরিব মানুষরাই মুখ্যত এর শিকার হলেও সংক্রমণ রোগ স্বাস্থ্যবিধি অগ্রাহ্য করা দম্ভী বর্ণব্রাহ্মণ পরিবারকেও ছাড় দেয় না, তারিণীর ছোট ছেলের মৃত্যু তার প্রমাণ। আর গরিব অন্তজরা নগদ অর্থের অভাবে চিকিৎসাহীন অবিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বৃন্দাবনের পাঠশালার পড়ুয়া ষষ্ঠীচরণের ভাই কেষ্ট কলেরায় মারা যায়। তার আগে মারা যায় তাদের বাবা শিবু গয়লা। শিবুর মৃত্যুর সময়ের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে গরিব গ্রাম্য মানুষের অসহায়তার চিত্র পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে: **"শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা জোগাড় করতে না পেরে, নিরুপায় হয়ে লুন-জল খাইয়ে স্বামীর শেষ চিকিৎসা করে, সারা রাত্রি শিয়রে বসে মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে।"**[3]

তৎকালীন গ্রামে আধুনিক চিকিৎসার অভাব ছিল প্রকট। চিকিৎসার চেয়ে কুসংস্কার ও ধর্মাচরণের ওপর বেশি নির্ভর করা হত। উপন্যাসে দেখা যায়, ওলাউঠার (কলেরা) মতো মহামারীর প্রকোপে বিনা চিকিৎসায় গ্রামের সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে। গোপাল ডাক্তারের মতো চিকিৎসক অর্থের বিনিময়ে ওষুধ দিতেন এবং দরিদ্রদের ধারে ওষুধ দিতে অস্বীকার করতেন যা গ্রামীণ মানুষের অসহায়তার চরম রূপ প্রকাশ করে।

"সমাজ তাহার পায়ের নিচে দলিয়া কাহাকেও সোজা হইতে দিতে চায় না, ইহাই তাহার চিরকালের ধর্ম।"[4]

তৎকালীন পল্লিসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্মান্ধতা ও ছুঁৎমার্গের বীজ কীভাবে প্রোথিত ছিল, তার প্রতিফলন ঘটে বৃন্দাবনের প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণে। মানুষের মানবিক গুণের চেয়ে তাদের কৌলীন্য জাতের

বিচারই বড় হয়ে উঠত—**"গ্রামের দলপতিরা কহিল, জাত-ধর্ম কি আর বাকি রহিল? বামুনের ঘরে বামুন, কিন্তু তবু প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া উপায় নাই।"**[5]

গ্রাম্যসমাজে বিধবাদের বা নারীদের সামান্য ত্রুটিকেও অতিরঞ্জিত করে সমাজ তাঁদের কীভাবে একঘরে বা লাঞ্ছিত করত, তার চিত্র মেলে উপন্যাসের এই বর্ণনায়। সমাজের চোখ রাঙানি ও নীতিহীনতার নির্মম শিকার হতেন সাধারণ নারীরা—

"ইহাদের সমাজটা এমনি অদ্ভুত যে, পরের ভালো দেখিতে পারে না, কিন্তু পরের ছিদ্র খুঁজিবার জন্য সর্বদা লালায়িত থাকে।"[5]

তৎকালীন গ্রামের জমিদার ও মাতব্বররা (যেমন উপন্যাসের গোমস্তা বা সমাজপতিরা) ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রজাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে পদদলিত করে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখাই ছিল তাদের প্রধান কাজ সমাজপতিদের তৈরি নিয়মকানুন ও জাতপাতের কড়াকড়ি মানবিক সম্পর্কগুলোকে নির্মমভাবে ধ্বংস করত। মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ, ভালোবাসা বা নৈতিকতার চেয়ে সমাজের অনুমোদনহীন প্রথা ও কৌলীন্য প্রথা বেশি গুরুত্ব পেত—

"সমাজের এই কঠিন বিচারকেই লোকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।"[6]

"সমাজকে অস্বীকার করিবার শক্তি মানুষের নাই, বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামে।"[6]

বৃন্দাবন ও কুসুমের বিবাহিত জীবন এবং সমাজচ্যুত হওয়ার ঘটনাটি সমাজ ব্যবস্থার এক নির্মম দলিল। বৃন্দাবন সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সমাজচ্যুত কুসুমকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীল মানুষেরা কুসুমের অতীত নিয়ে যেভাবে কানুঘুষো ও নীতিহীন মন্তব্য করত, তা তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতা ও ভন্ডামিরই পরিচয় দেয়—

"পল্লী গ্রামের ছোট লোকদের মুখ হইতে যে ভাষা বাহির হয় তাহা এত নোংরা এবং কুৎসিত যে, ভদ্রলোকের কানে তাহা প্রবেশ করানো যায় না।"[7]

পরিশেষে বলা যায়, 'পণ্ডিতমশাই' কেবল কোন রোমান্টিক গল্প নয়, বরং তৎকালীন বাঙালি সমাজের রীতিনীতি, শ্রেণিবৈষম্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সামাজিক দলিল।

উপসংহার:

শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিতমশাই" এর ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলার গ্রামের স্থবির কৃষি-অর্থনীতি, সংস্কারাবদ্ধ সমাজরীতি, জাতগোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদির বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের পল্লিকথা গল্পকথা নয়, তা বাংলার বহিরঙ্গ সমাজ-কাঠামোর অবিকৃত কথারূপ—বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের মতো উচ্চধনী জমিদারের প্রতি পূর্ণ আলো প্রক্ষেপে গ্রাস অবলোকন নয়, শরৎচন্দ্র গ্রাম জীবন চিত্রণে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত

Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বা সাফল্য-ব্যর্থতাকে কথারূপ দিয়েছেন। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ ব্যাখ্যায় শেষ করা যায়—

"বৃন্দাবনের গ্রামসমাজ তার একান্তে প্রাত্যহিক অস্তিত্বের অংশ।.......ব্যক্তি বৃন্দাবনের স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা। কিছুতেই তার চারপাশের 'রিয়্যালিটি' পরিবর্তিত করতে পারে না।... বৃন্দাবনের অভিজ্ঞতা একটা ভালো মানুষের লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা হয়ে থেকে গেল মাত্র।"[8]

Endnotes:

1. শরৎ সাহিত্য বাংলার পল্লী, পৃষ্ঠা- ৩৫০, ৩৫১
2. শরৎচন্দ্র ও তাঁর উত্তরাধিকার, পৃষ্ঠা- ৩৫, ৩৬
3. বর্ণভেদের চরিত্র নিয়ে বাঙালি ঔপন্যাসিক, পৃষ্ঠা- ১০১
4. কলকাতা: উনিশ শতক/ঘটনাক্রম, পৃষ্ঠা- ১২৫
5. শরৎ-চর্চা, পৃষ্ঠা- ১৮৬, ১৮৭
6. বাংলা উপন্যাসের ভাষা/শরৎচন্দ্র ও উত্তরকাল, পৃষ্ঠা- ১৮৭
7. জাত বৈষ্ণব কথা, পৃষ্ঠা- ২৯৯, ৩০০
8. নবচেতনায় শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার ও পন্ডিতমশাই, পৃষ্ঠা- ১৫৬

Bibliography:

1. দাস, অরুণকুমার, নবচেতনায় শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার ও পন্ডিতমশাই। কলকাতা, দ্বীপায়ন পাবলিশার্স, ১৯৯৫।
2. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৬।
3. মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।
4. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ, প্যাপিরাস, ১৯৯৯।
5. ঘোষ, অজিতকুমার, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার, সাহিত্যসঙ্গী, ২০০৯।
6. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা, পুথিপত্র, ২০০১।
7. রায়, গোপালচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আনন্দ: ২০০৩।
8. বসু, শুদ্ধসত্ত্ব, শরৎ সমীক্ষা, মণ্ডল বুক এজেন্সি, ১৯৯৫।
9. দাস, অজিত, জাতবৈষ্ণব কথা, সময় ২০০৫।
10. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার, শরৎচন্দ্র: দেশ, কাল, সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ২০০২।